ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

প্রথম অধিবেশন

জানুয়ারি - এপ্রিল ২০১৪

৭ জুলাই ২০১৪

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন

উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা

মোরশেদা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা

প্রকাশ চন্দ্র রায়, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)
মো. সাইদুল ইসলাম, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)

কারিগরি সহযোগিতা

আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি; এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারিরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা

তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন সম্মানিত সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি। এছাড়া টিআইবি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবি'র মূল লক্ষ্য।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সংসদ তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে তার ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে নিয়মিতভাবে পার্লামেন্টওয়াচ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। ইতোমধ্যে অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয়টি এবং নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বর্তমান প্রতিবেদনটি দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

একদিকে মন্ত্রিপরিষদে অংশীদারিত্বসহ সরকারি দলের ভূমিকা ও অন্যদিকে একই দলের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টির আত্মপ্রকাশের প্রয়াসে দশম জাতীয় সংসদ এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রমী পরিচয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত বিরোধী দলের এই অভিনব ভূমিকার কারণে পঞ্চম সংসদ থেকে শুরু হওয়া সংসদ বর্জনের রাজনীতি দশম সংসদে পরিলক্ষিত হয়নি, হবার সম্ভাবনাও কম। তবে এর ফলে সংসদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন কতটুকু সম্ভব হবে তার মূল্যায়নের সময় এখনও আসেনি। ইতোমধ্যে যদিও সংসদের কোরাম সংকটের বিড়ম্বনা দীর্ঘমেয়াদে কিছুটা কমে এসেছে, দেরীতে উপস্থিতির কারণে সংসদের কার্যক্রমের ওপর নেতিবাচক প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, আমাদের জাতীয় সংসদের দৈনন্দিন কার্যকাল সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চায় ব্যতিক্রমীভাবে স্বল্পমেয়াদী-গড়ে মাত্র দৈনিক সাড়ে তিন ঘণ্টার মত, যার থেকে গড়ে ২৮ মিনিট নষ্ট হয় প্রয়োজনীয় কোরামের ঘাটতির কারণে। এ ধরণের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও চলমান সমস্যা চিহ্নিত করে তার উত্তরণে টিআইবি'র পক্ষ থেকে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে এ প্রতিবেদনে। সুপারিশগুলো যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হলে জাতীয় সংসদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে।

এই গবেষণা সার্বিকভাবে পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন মোরশেদা আক্তার ও জুলিয়েট রোজেটি। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, অন্যতম সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

টীকা

স্পিকার: স্পিকার অর্থ সংসদের স্পিকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পিকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি।

মন্ত্রী: মন্ত্রী বলতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

সদস্য: সদস্য বলতে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যকে বুঝানো হয়েছে।

বেসরকারি সদস্য: বেসরকারি সদস্য অর্থ কোনো মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য।

কার্যপ্রণালী-বিধি: কার্যপ্রণালী-বিধি বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি বোঝানো হয়েছে।

অধিবেশন: অধিবেশন অর্থ সংসদ আহ্বান করার প্রথম দিন হতে একটি নির্ধারিত দিন পর্যন্ত বৈঠকের সময়সীমা যা কার্য উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়।

বৈঠক: বৈঠক অর্থ সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটির বা উপ-কমিটির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল।

ফ্লোর আদান-প্রদান: বলতে একজন সদস্যকে মাইকে কথা বলতে দেওয়ার পর আরেক জনকে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

বুলেটিন: বুলেটিন অর্থ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন বোঝানো হয়েছে।

এক্সপাঞ্জ: এক্সপাঞ্জ বলতে সংসদে কার্যবাহ থেকে বাতিল করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়: অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বলতে যে ইস্যুতে কথা বলা হচ্ছে, তা বহির্ভূত অন্য কোনো ইস্যু।

দলীয় প্রশংসা: দলীয় প্রশংসা বলতে কোনো কারণ ছাড়াই দলের সাবেক বা বর্তমান নেতা বা নেত্রীর বা দলের প্রশংসা করাকে বোঝানো হয়েছে।

সমালোচনা: এই প্রতিবেদনে সমালোচনা বলতে সংসদ সদস্য যে বিষয়ে কথা বলছেন সে বিষয়ের সাথে সঙ্গতি নেই বা বিরোধীদের প্রসঙ্গ টানার দরকার না থাকা সত্ত্বেও তা করেন এবং প্রতিপক্ষ দলের সাবেক নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করাকে বোঝানো হয়েছে।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন: কার্যপ্রণালী বিধি ৮ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে যেকোনো সংসদ সদস্যের লিখিত নোটিসের প্রেক্ষিতে অন্য একজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি অধিবেশনে পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়।

বিলের প্রকারভেদ ও পাসের প্রক্রিয়া: আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে 'বিল' বলে। উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি বিল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিল ও (২) বেসরকারি বিল - মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের পর কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, আবার কমিটিতে না পাঠিয়েও বিল পাস করা হয়। তবে বিল পাসের পূর্বে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই, কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। সংসদে কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের পরেই তা অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব: সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ চলাকালে সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আধা ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদ চলাকালে শুধুমাত্র বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে।[১]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব : সংসদে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।[২] যেদিন প্রধানমন্ত্রী ৩০ মিনিট প্রশ্নের উত্তর দেন সেদিন পরবর্তী এক ঘণ্টা অন্য মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতিটি মূল প্রশ্নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মূল প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সদস্য সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব : কার্যপ্রণালী বিধি ১৩০ অনুযায়ী যেকোন সংসদ সদস্য সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। ১৩৩ বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রস্তবের নোটিসের বিষয় সরকারের দায়িত্বাধীন বা আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

সাধারণ আলোচনা: কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সংবিধান বা এই সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোনো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্পিকারের সম্মতিক্রমে সংসদে আলোচনা হতে পারে। ১৪৮ বিধি অনুসারে আলোচনার প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনা হতে হবে।

---

[১] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*।

জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস: জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ অনুযায়ী কোনো জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোনো সদস্য অন্যূন আরও পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষর এবং বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উত্থাপনের অন্যূন ২ দিন পূর্বে সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিস প্রদান করতে পারবেন।

৭১(১) এর বিধান সাপেক্ষে স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোনো সদস্য যেকোনো জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোনো মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণ এসব নোটিস থেকে স্পিকার কোনো কোনো নোটিস গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। যেসব নোটিস গৃহীত হয়, তার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিবৃতি দান করতে পারেন।

উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিসদাতা সদস্য ৭১-ক বিধি অনুসারে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে উক্ত সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত হবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যত জন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব তত জনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধির ৬১ বিধি অনুসারে স্পিকারের সম্মতি নিয়ে সমকালীন জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি রাখার প্রস্তাব সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কার্যপ্রণালী বিধি ৬৩-এ উল্লেখ করা আছে। ৬৫ বিধি অনুসারে স্পিকার সদস্যদের নোটিসের বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করে সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। আবার ৬৬ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নোটিসের ওপর আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবি করার প্রস্তাব ভোটের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন।

পয়েন্ট অব অর্ডার বা অনির্ধারিত আলোচনা: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্য উক্ত সময়ের আলোচিত বা অন্য যেকোনো বিষয় নিয়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারেন।

সংসদে সদস্যদের ভাষার ব্যবহার: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৭০-এর ৪, ৫ ও ৬ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতার সময় রহিত করার প্রস্তাব ছাড়া সংসদের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কটাক্ষপাত কিংবা সংসদের পরিচালনা বা কার্যপ্রবাহ সম্পর্কে কোনো অপ্রীতিকর ভাষা ব্যবহার কিংবা কোনো আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না।

কোরাম সংকট: সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম উপস্থিতিকে কোরাম বলে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন চালানোর জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়।

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা: কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৩]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৪] হলো - কমিটি খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করা; জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নগুলোর মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

---

[৩] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬।

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পর বিধি মোতাবেক অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[৫] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চর্চায় সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয়টি এবং নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৬]

প্রতিবেদনটি দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিষয়ক গবেষণার অংশ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

১.৩ তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র নেওয়া হয়েছে।

---

[৫] জবাবদিহিতার অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধির কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, অক্টোবর ২০০৮।

[৬] অষ্টম জতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ২২ আগস্ট ২০০২, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২ মে ২০০৩, তৃতীয় প্রতিবেদন ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চতুর্থ প্রতিবেদন ১ মার্চ ২০০৫, পঞ্চম প্রতিবেদন ২৭ জুন ২০০৬, ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ প্রকাশিত হয়। নবম জাতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ৪ জুলাই ২০০৯, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২৮ জুন ২০১১, তৃতীয় প্রতিবেদন ২ জুন ২০১৩ এবং চতুর্থ প্রতিবেদন ১৮ মার্চ ২০১৪ প্রকাশিত হয়।

১.৪ গবেষণার সময়

জানুয়ারি ২০১৪ - এপ্রিল ২০১৪ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

২. দশম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১৫৩টি আসনে নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা সংসদ সদস্য হন। বাকী ১৪৭টি আসনে মোট ৩৯০ জন প্রার্থী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৭] সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৯৪ ভাগ এবং নারী সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৬ ভাগ। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে শতকরা ৮০ভাগ এবং ২০ ভাগ। হলফনামায় উল্লেখিত প্রধান পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ শতকরা ৫৯ ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আইনজীবী শতকরা ১৩ ভাগ। দশম সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৫.১% সদস্য স্নাতক এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১.৬% সদস্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের।

বিগত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের প্রধান পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথম সংসদে আইনজীবীদের শতকরা হার বেশী থাকলেও ক্রমাগত তা হ্রাস পেয়ে দশম সংসদে ১৩ শতাংশে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার প্রথম সংসদে ১৮ ভাগ থাকলেও ক্রমাগত এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দশম সংসদে শতকরা ৫৯ ভাগে দাড়িয়েছে (চিত্র: ২.২)।

চিত্র: ১ কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

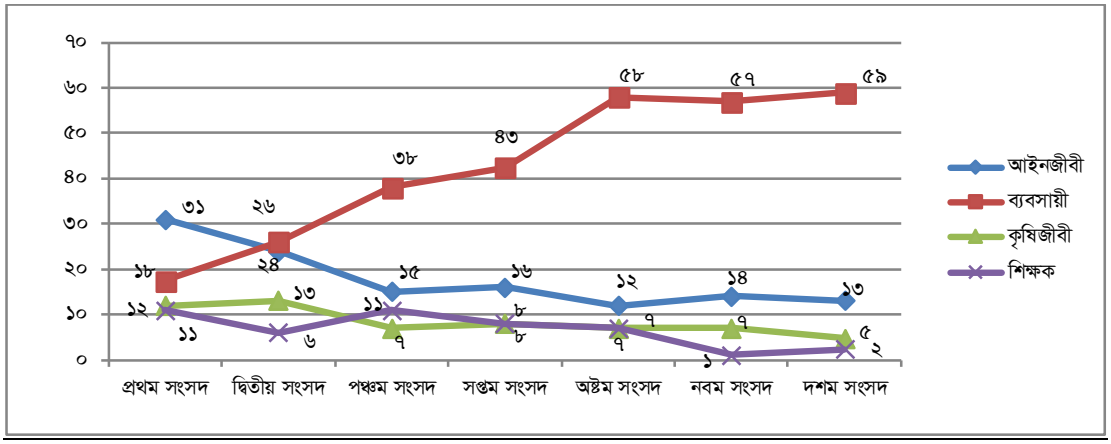

৩. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

৩.১ *দশম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়*

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ৩৬ দিন (২৯ জানুয়ারি - ১০ এপ্রিল ২০১৪), ব্যয়িত মোট সময় ১১৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘণ্টা ০৯ মিনিট। সবচেয়ে বেশী ৫২.৩% রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ব্যয়িত হয়। এছাড়া আইন প্রণয়নে ১.৮%, প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তুলনামূলক বেশী ২২% সময় ব্যয়িত হয়। উল্লেখ্য, ১৫তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে মোট সময়ের ৮% আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে, ২৭% কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে, ১৪% প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য বিষয়ে এবং রাজ্যসভায় মোট সময়ের ৮% আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে, ৫১% কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে, ১৬% প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় করা হয়।[৮]

[৭] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

[৮] www.prsindia.org, *viewed on 22 June 2014*

চিত্র ২: প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

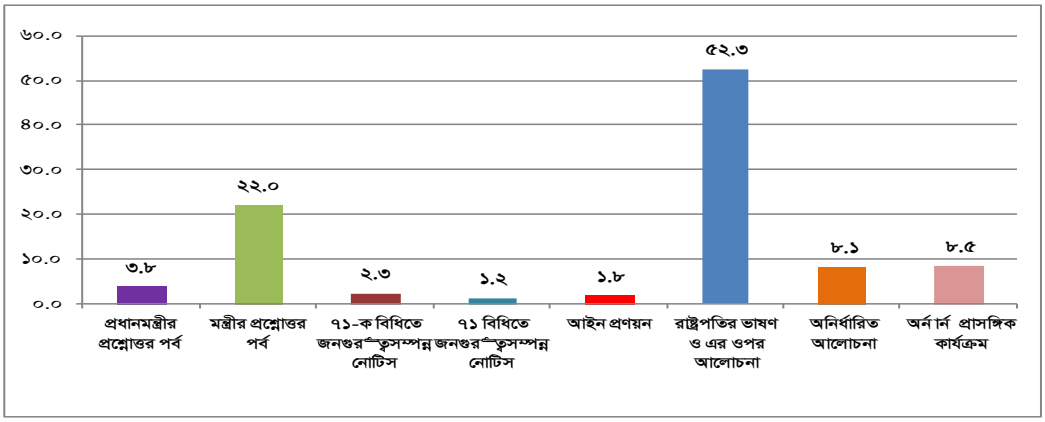

৩.২ *সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি*

সার্বিকভাবে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলো ২২৪ জন যা মোট সদস্যের ৬৪%। সার্বিকভাবে ২৩% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে এবং ৭% সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের তিনজন[৯] এবং স্বতন্ত্র একজন[১০] সদস্য প্রথম অধিবেশনের ৩৬ কার্যদিবসের মধ্যে ৩৬ কার্যদিবসে (১০০%) সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ২১.৮%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৩০.৮% এবং অন্য বিরোধীদের মধ্য থেকে ৫০% সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম অধিবেশনে মোট ৩৬ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৩২ দিন (প্রায় ৮৮.৮৮%) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ১৪ দিন (প্রায় ৩৮.৮৮%) উপস্থিত ছিলেন। ৩২.৭% মন্ত্রী মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসের বেশী কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন।

৩.৩ *সংসদ বর্জন*

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রধান বিরোধী দল অধিবেশন বর্জন করেনি।

৩.৪ *ওয়াকআউট*

প্রথম অধিবেশনে কার্যদিবসগুলোর মধ্যে ১টি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী দল ১ বার ওয়াকআউট করে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দল অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করে।

৩.৫ কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। প্রথম অধিবেশনে মোট ১৭ ঘণ্টা ৭ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৮ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়।

সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় প্রাক্কলন করা হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৭৮ হাজার টাকা খরচ হয়।[১১] এ হিসাবে প্রথম অধিবেশনে কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট

---

[৯] গাইবান্ধা-৫ (মো. ফজলে রাব্বী মিয়া), নওগাঁ-২ (মো. শহীদুজ্জামান সরকার), ঢাকা-১৬ (মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা)।

[১০] নরসিংদী-২ (কামরুল আশরাফ খান)।

[১১] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাব করতে জাতীয় সংসদের ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ১১৪ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৪.১৮ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯৫ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩.৩১ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৩৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। এই হিসাবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা এবং প্রথম-উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত ২২২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং সর্বশেষ অর্থবছরের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করতে না পারায় উক্ত বছরের তথ্য এখানে সন্নিবেশ করা যায়নি।

সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ৮ কোটি ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।

চিত্র ৩: অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট (মিনিট)

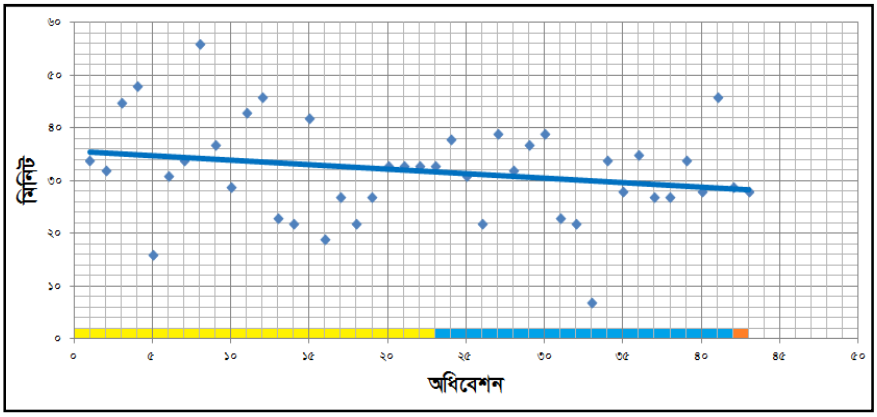

প্রতি অধিবেশনে গড় কোরাম সংকট অষ্টম সংসদে ছিল ৩৭ মিনিট (সর্বোচ্চ ৫৬ মিনিট, সর্বনিম্ন ১৬ মিনিট) এবং নবম সংসদে ৩২ মিনিট (সর্বোচ্চ ৪৬ মিনিট, সর্বনিম্ন ৭ মিনিট)। অষ্টম সংসদ থেকে দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম হলেও এ ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

৩.৬ আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

প্রথম অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১ ঘন্টা ৪১ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ১.৮ শতাংশ। ২০১৩ সালে ভারতে[১২] ১৫তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয় হাউজে ৮% সময় আইন প্রণয়নে ব্যয় করা হয় ।

প্রথম অধিবেশনে মাত্র ২টি সরকারি বিল পাস করা হয়। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৬ মিনিট। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে কোনো সদস্য অংশগ্রহণ করেননি। বিল উত্থাপন, পাসের অনুমতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল সম্পর্কিত বিবৃতি উপস্থাপনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবৃন্দ প্রায় ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ব্যয় করেন। ২০১৩ সালে ভারতে লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনে ২৩% বিল পাসের ক্ষেত্রে গড়ে প্রতিটি বিলে প্রায় ৩ ঘণ্টার অধিক সময় আলোচনা করতে দেখা যায়।[১৩]

স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর ২টি সরকারি বিল সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাস হয়, মোট ৬টি বেসরকারি বিলের নোটিস দেওয়া হলেও সংসদে উত্থাপিত হয়নি। উল্লেখ্য কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বিলুপ্ত সংসদের অমীমাংসিত কোনো সিদ্ধান্ত নবনির্বাচিত সংসদে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। তাই নবম সংসদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসের সুপারিশ করা হলেও দশম সংসদে বিলসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

''সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি বিল, ২০১০" যা পাসের জন্য স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ২০১১ সালের ২৪ মার্চ সুপারিশ করা হলেও নবম সংসদ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পাস হওয়ার জন্য উত্থাপনের অপেক্ষমান তালিকায় থাকলেও এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হতে দেখা যায়নি। দশম সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারি নির্বাচনী ইশতেহারে এ সম্পর্কিত অঙ্গীকার থাকলেও প্রথম অধিবেশনে এই বিলটি পাসের কোনো অগ্রগতি দেখা যায়নি।

৩.৭ সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিস উপস্থাপন, জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনা পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। মোট ১৫৯ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোনো না কোনো পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ১৮ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৫ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। সর্বোচ্চ ৬টি পর্বে অংশ নিয়েছেন প্রধান বিরোধী দলের ১ জন সদস্য। সর্বনিম্ন ১টি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য ৮৪ জন। মোট ১৯১ জন সদস্য (৫৪.৬%) কোনো পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি।

[১২] www.prsindia.org, *viewed on 22 June 2014*
[১৩] www.prsindia.org, *viewed on 22 June 2014*

৩.৭.১ প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রী মোট ৬টি কার্যদিবস সরাসরি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যয় করেন প্রায় ৩ ঘণ্টা ২৭ মিনিট। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ২২ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন, ১৬ জন সরকারি দলের ১ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৫ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তার মধ্যে, বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উপকূলবর্তী এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নতুন শিল্প স্থাপন, সুষ্ঠু উপজেলা নির্বাচনের দিক নির্দেশনা, কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা, বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ বিধি, তৈরী পোশাক শিল্পের সহযোগী উপকরণ তৈরীর জন্য শিল্প কারখানা নির্মাণ, জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পদক্ষেপ, 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে মোট ১৩৭ জন সংসদ সদস্য মোট ১৪৭টি মূল প্রশ্ন এবং ৪৪৬টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। সরকারি দলের ১০৭ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ১৪ জন সদস্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। সংসদ সদস্যরা মোট ৩৬টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বেশী (৫৯টি) এবং অর্থ (৫৩টি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৫০টি), বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ (৪৪টি) প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। অন্যান্য ৩২টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম উত্থাপিত হয়েছে।

৩.৭.২ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব

বিধি ১৩১ অনুযায়ী উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে সবগুলো প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। বিষয়গুলোর মধ্যে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা সংস্কার, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধান্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রস্তাবকারী সদস্যদের যেসব ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার ফলে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান ।

৩.৭.৩ জনগুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস

প্রথম অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-এ মোট ১৭৪টি নোটিস দেওয়া হয় যার মধ্যে ১২৭টি সরকারি দলের, ১৯টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ২৮টি অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের। নোটিসগুলোর মধ্যে ১৫টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিসগুলোর মধ্যে ৯টি নোটিস সরকারি দলের, ৪টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ২টি অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। নোটিসের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৩টি) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।

উপস্থাপিত নোটিসের মধ্যে যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ৭১টি নোটিসের ওপর মোট ৫৮ জন সদস্য প্রায় ২ ঘণ্টা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে সরকারি দলের ৪৫ জন সদস্য ৫৩টি নোটিস, ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ৫টি নোটিস এবং ১০ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ১৩টি নোটিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (১২টি)।

৩.৭.৪ মুলতবি প্রস্তাব

একজন স্বতন্ত্র সদস্য বিধি ৬২ অনুযায়ী ৫টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিস দেন। নোটিসের বিষয়সমূহ-

- ঢাকা সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে দিনে অর্ধকোটি টাকার চাঁদাবাজি
- বাংলাদেশ রেলওয়েতে বছরে ২৯ কোটি টাকার তেল চুরি
- মেঘনায় অবাধে চলছে জাটকা শিকার
- রংপুর মেডিকেল কলেজে দুইবছরে দেড় কোটি টাকার ওষুধ চুরি
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর - দুর্নীতির দূর্গ

নোটিসের বিষয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অন্য বিধিতে নিষ্পত্তিযোগ্য হওয়ায় স্পিকার নোটিসগুলোকে বাতিল ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য মূলতবি প্রস্তাবের নোটিসের বিষয়গুলো নিয়ে অন্য কোনো পর্বেও আলোচনা হয়নি।

৩.৭.৫ অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার

প্রথম অধিবেশনে মোট ২৩টি কার্যদিবসে প্রায় ৯ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৮ ভাগ। এই সময়ের মধ্যে ২৯ জন সদস্য (সরকারি দলের ১৯ জন, প্রধান বিরোধী দলের ৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ৪ জন) প্রায় ৮ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ৪০টি বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সংসদে প্রাক্তণ প্রধান বিরোধী দলের নেতা ও সদস্যদের সমালোচনা, জাতীয় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি, নিজ দলের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের কার্যক্রমের সমালোচনা ও প্রতিবাদ এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। তবে জাতীয় ইস্যু, আন্তর্জাতিক চুক্তি এই বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রধান বিরোধী দল কোনো অবস্থান নেয়নি। উল্লেখ্য অন্যান্য বিরোধী সদস্যের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র সদস্য প্রধান বিরোধী দল এবং সরকারের মন্ত্রিপরিষদে সহাবস্থানকে কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপন করেন।

৩.৭.৬ জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়সমূহ উত্থাপিত না হওয়া

প্রথম অধিবেশন চলাকালীন কিছু ঘটনা এবং বিষয় বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট ফোরামে আলোচিত হলেও সংসদে কোনো দলের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়নি। উল্লেখ্য কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮, ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিষয়ে আলোচনার জন্য নোটিস বা প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ সংসদ সদস্যদের রয়েছে। সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী দল জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ের উত্থাপন করেনি, যেমন- বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস[১৪], মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য ক্রেস্ট তৈরীতে জালিয়াতি[১৫], উপঢৌকন হিসেবে অর্থপ্রাপ্তির প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের বক্তব্য[১৬], চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পৌর মেয়রের পদে বহাল থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ[১৭], হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে সংসদ সদস্যদের অপ্রদর্শিত সম্পদ আহরণের অভিযোগ[১৮] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩.৭.৭ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

দশম সংসদে প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো কমিটি (৫১টি) গঠন করা হলেও, কমিটিতে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদেরকে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। প্রথম অধিবেশনে ৪৩টি কমিটি মোট ৬৫টি বৈঠক করে। এরমধ্যে ২৩টি কমিটি ১টি করে, ১৮টি কমিটি ২টি করে এবং ২টি কমিটি ৩টি করে বৈঠক করে। দশম সংসদ গঠনের পর থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ৩টি করে বৈঠক করে। ৮টি কমিটি কোনো বৈঠক করেনি।

কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতি সম্পর্কিত ৪৩টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সার্বিক গড় উপস্থিতি ৭৮%। কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির হার সবচেয়ে বেশী (১০০%) এবং সর্বনিম্ন প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটিতে ৬০%।

সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় 'জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির (সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিলপত্র দাখিল) আইন-২০১১' নামে একটি বিলের খসড়া তৈরি করলেও তা দীর্ঘ দিন ধরে হিমাগারে পড়ে আছে। বিদায়ী নবম সংসদে বিলটি উত্থাপন ও পাস হওয়ার কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে তা হয়নি। দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেও বিলটি উত্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

নবম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে দশম সংসদে একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে সদস্য এবং সভাপতি করা হয়েছে। কমিটিগুলোতে সদস্যদের এধরনের সম্পৃক্ততা নবম সংসদের কোনো অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্তের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনার সুযোগ তৈরী করেছে[১৯]।

---

[১৪] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৪
[১৫] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৪
[১৬] দৈনিক প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১৭] দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১৮] দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১৯] দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ মে ২০১৪।

৩.৭.৮ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ২২৮ জন সংসদ সদস্য প্রায় ৫৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিট বক্তব্য রাখেন যা মোট সময়ের ৫২.৩%। সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ১৬৫, প্রধান বিরোধী দলের ৩০ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ৩৩ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সরকারি ও বিরোধী উভয় দল জাতীয় সমস্যাগুলোকে রাজনীতিকীকরণ করে সাবেক বিরোধী দলকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করেন। তাদের নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, নবম সংসদের বিরোধী দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা প্রাধান্য এ পর্বে উল্লেখযোগ্য।

সংসদ নেতার বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, নবম সংসদের বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনা, কৃষি, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য সেবাখাত এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, রাস্তাঘাট, পুল ও সেতু উন্নয়নের চিত্র ইত্যাদি। বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্যে ভেজাল ও নদীদূষণ বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান, স্বাধীনতার ঘোষক ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক না করার অনুরোধ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনের ব্যবস্থা, গার্মেন্টস খাত ও বিদেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য।

সারণি ১: অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	২২ (৬.৩%)	১৬ (৪.৬%)	১ (০.৩%)	৫ (১.৪%)
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৩৭ (৩৯.১%)	১০৭ (৩০.৬%)	১৬ (৪.৬%)	১৪ (৪%)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	১৭ (৪.৯%)	১৩ (৩.৭%)	১ (০.৩%)	৩ (০.৯%)
অনির্ধারিত আলোচনা	২৯ (৮.৩%)	১৯ (৫.৪%)	৬ (১.৭%)	৪ (১.১%)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	৮ (২.৩%)	৪ (১.১%)	৩ (০.৯%)	১ (০.৩%)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	৫৮ (১৬.৬%)	৪৫ (১২.৯%)	৩ (০.৯%)	১০ (২.৯%)
আইন প্রণয়ন	৮ (২.৩%) (মন্ত্রী)	৮		
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২২৮ (৬৫.১%)	১৬৫ (৪৭.১%)	৩০ (৮.৬%)	৩৩ (৯.৪%)

* ৮৩ জন সদস্য কোনো পর্বে অংশ নেননি

৩.৮ সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

দশম সংসদ নির্বাচনে ১৯ জন নারী সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৮ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হন। সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ দশম সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা ৬৯ জন। উল্লেখ্য সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ৩৯টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ৬টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩টি আসন পায়। নারী সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদে ৪ জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন।

নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪১ শতাংশ সদস্য স্নাতকোত্তর এবং ৩১ শতাংশ স্নাতক পর্যায়ের। উল্লেখ্য সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বোচ্চ ৪২ শতাংশ সদস্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ শতকরা ২৯ ভাগ নারী সদস্য ব্যবসায়ী, ২৩.৩ শতাংশ আইনবিদ, ১৪.৫ শতাংশ রাজনীতিক, ৭.২ শতাংশ শিক্ষক।

প্রথম অধিবেশনে অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৬৫.৭ শতাংশ নারী মোট কার্যদিবসের ২৬-৫০% সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৬ জন নারী সংসদ সদস্য (সরাসরি নির্বাচিত) ১২টি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যাদের মধ্যে একজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কোনো দলের কোনো সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল না। ৭১-ক বিধিতে একজন সরকার দলীয় নারী সদস্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত একটি জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। তবে ৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য কর্তৃক ২টি নোটিস (১টি সরকারি, ১টি প্রধান বিরোধী) দেওয়া হলেও কোনো নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়নি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৫১ জন সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান, যাদের মধ্যে ১২ জন সরাসরি নির্বাচিত (২ জন প্রধান বিরোধী দলের), সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৩ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য। এছাড়া অনির্ধারিত আলোচনায় ২ জন সরকারি দলের নারী সদস্য (সরাসরি নির্বাচিত) অংশ নেন।

মোট ৫১টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৫০টি কমিটিতে মোট ৬০ জন নারী সদস্য রয়েছে, যাদের মধ্যে ১০ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। এর বাইরে ১টি কমিটিতে (সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত) কোন নারী সদস্য নেই। এছাড়া আটটি কমিটির সভাপতি হিসেবে ৫ জন নারী সদস্য মনোনীত হয়েছেন (৪টি কমিটিতে স্পিকার, ৪টি কমিটিতে ৪ জন সরকারি দলের সদস্য)।

৩.৯ স্পিকারের ভূমিকা

প্রথম অধিবেশনে স্পিকার ৭৭ ঘণ্টা ৩১ মিনিট (৬৮%), ডেপুটি স্পিকার ৩৪ ঘণ্টা ২৫ মিনিট (৩০%) ও সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট (২%) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা নবম সংসদের বিরোধী দলের নেতা ও সদস্যদের নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করে সমালোচনা করলেও স্পিকার কোনো বিষয়ের ওপর রুলিং প্রদান করেননি। তবে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী আচরণ ও ভাষার ব্যবহার করার জন্য স্পিকার সদস্যদেরকে অনুরোধ জানান। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার উভয়ই সরকার দলীয় হওয়ায় সংসদ পরিচালনার সময় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ্য করা যায় ।

৪. উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

ইতিবাচক দিক

- প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।
- অষ্টম ও নবম সংসদের অধিবেশনগুলোর সাপেক্ষে গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে
- প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেনি।

নেতিবাচক দিক

- দশম সংসদে প্রথম অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ৬৪% (নবম সংসদে প্রথম অধিবেশনে ৬৮%)।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী প্রস্তাব এবং জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব কোনো ক্ষেত্রেই সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল না।
- অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকার আহ্বান জানালেও কোনো রুলিং দেননি।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধী দল থেকে কোনো সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
- প্রধান বিরোধী দলসহ কোনো সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত না হওয়া জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়সমূহ -
    - ✓ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস
    - ✓ মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য ক্রেস্ট তৈরীতে জালিয়াতি

- ✓ উপঢৌকন হিসেবে অর্থপ্রাপ্তির প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের বক্তব্য
- ✓ চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পৌর মেয়রের পদে বহাল থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ
- ✓ হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে সংসদ সদস্যের অপ্রদর্শিত সম্পদ আহরণের অভিযোগ

- মন্ত্রিসভার সদস্য এবং প্রধান বিরোধী দল উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির অবস্থানের কারণে দশম সংসদ ব্যতিক্রমী পরিচিতি লাভ করেছে

সারণি ২: নবম ও দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হল:

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)	নবম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)	দশম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)
সংসদে প্রতিনিধিত্ব	৭২% সদস্য সরকারি ও ২৮% সদস্য বিরোধী দলের।	৮৮% সদস্য সরকারি ও ১২% সদস্য বিরোধী দলের।	৮১% সদস্য সরকারি ও ১৯% সদস্য বিরোধী দলের।
সংসদের বৈঠককাল	কার্যদিবস ছিল ১৯ এবং উক্ত কার্যবিদসে মোট প্রায় ৫৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘণ্টা ৪ মিনিট।	কার্যদিবস ছিল ৩৯ এবং উক্ত কার্যবিদসে মোট প্রায় ১৪৫ ঘণ্টা ২২ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট।	কার্যদিবস ছিল ৩৬ ও উক্ত কার্যদিবসে মোট প্রায় ১১৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘণ্টা ৯ মিনিট।
কোরাম সংকট	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩৪ মিনিট।	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩৮ মিনিট।	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ২৮ মিনিট।
সদস্যদের উপস্থিতি	-*	প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৮%।	প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৪%।
সংসদ নেতার উপস্থিতি	-*	৭৬.৯২% কার্যদিবস (৩০ কার্যদিবস)।	৮৮.৮৮% কার্যদিবস (৩২ কার্যদিবস)।
বিরোধীদলীয় নেতার উপস্থিতি	০% কার্যদিবস।	৭.৬৯% কার্যদিবস (৩ কার্যদিবস)।	৩৮.৮৮% কার্যদিবস (১৪ কার্যদিবস)।
মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল ৪৮টি যার সবগুলো সরকারি দলের সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল ২৩৭টি যার মধ্যে সরকারি এবং বিরোধী দলের ছিল যথাক্রমে ২১৮ ও ১৯টি।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে ১৪৭টি মূল প্রশ্ন ছিল মোট যার মধ্যে সরকারি এবং বিরোধী দলের ছিল যথাক্রমে ১২১টি ও ২৬ টি।
জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে গৃহীত নোটিস	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৮৪.৪%, অন্যান্য বিরোধী দলের ১৫.৬% নোটিস গৃহীত হয়।	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৮৮.৯%, বিরোধী দলের ১১.১% নোটিস গৃহীত হয়।	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৫৮.৩%, বিরোধী দলের ৪১.৭% নোটিস গৃহীত হয়।
বিল পাস	৫টি বিল পাস হয়।	৩২টি বিল পাস হয়। উল্লেখ্য তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ সংসদে অনুমোদন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় বিলের সংখ্যা বেশী।	২টি বিল পাস হয়।
সংসদীয় কমিটি গঠন	প্রথম অধিবেশনে ৫টি কমিটি গঠিত, বিরোধী দল থেকে কোনো সভাপতি নির্বাচন করা হয়নি ।	প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত, ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের।	প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত, বিরোধী দল থেকে কোনো সভাপতি নির্বাচন করা হয়নি।
সংসদ বর্জন ও ওয়াকআউট	প্রধান বিরোধী দল প্রথম কার্যদিবস থেকেই সংসদ বর্জন করে। কোনো ওয়াকআউট হয়নি।	প্রধান বিরোধী দল প্রথম কার্যদিবসে যোগদান করলেও পরবর্তীতে আসন বিন্যাসকে কেন্দ্র করে ১৭ কার্যদিবস (৪৩.৫৯%) সংসদ বর্জন করে। প্রধান বিরোধী দল ৬ বার ওয়াকআউট করে।	প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেনি। প্রধান বিরোধী দল ১ বার ওয়াকআউট করে।
অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময় ব্যয় হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৪.৮%।	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় ব্যয় হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৩.৭%।	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ৯ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সময় ব্যয় হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৮%।
দলীয় প্রশংসা	-*	নিজ দলের প্রশংসা ২৫১ বার	নিজ দলের প্রশংসা ৮৫৬ বার
সমালোচনা	-*	সরকার ও বিরোধী দল একপক্ষ	সরকার ও বিরোধী দল উভয়ে প্রাক্তন

		প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা করে ৩৪২ বার।	বিরোধী দলের সমালোচনা করে ৫৩১ বার।
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন	-*	অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ৫০৩ বার উত্থাপন করা হয়।	অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ১৫৯ বার উত্থাপন করা হয়।
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	আলোচনায় দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনার প্রাধান্য এবং বিষয় সংশ্লিষ্টতার ঘাটতি দেখা যায়।	সময় নিয়ন্ত্রণ করার চর্চা উৎসাহিত করায় নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা হ্রাস পায়। তবে আলোচনায় দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনার প্রাধান্য এবং বিষয় সংশ্লিষ্টতার ঘাটতি দেখা যায়।	দশম সংসদেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। তবে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারি ও বিরোধী দলকে প্রাক্তণ বিরোধী দলের সমালোচনা করতে দেখা যায়।
স্পিকারের ভূমিকা	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৮৬ বার সদস্যদেরকে তাড়া দেন এবং ১৫ বার মাইক বন্ধ করে দেন।	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৭৩৩ বার সদস্যদেরকে তাড়া দেন এবং ৪৬ বার মাইক বন্ধ করে দেন।	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২০ বার সদস্যদেরকে তাড়া দেন এবং ১২ বার মাইক বন্ধ করে দেন।

* অজ্ঞাত

৫. সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

৫.১ স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য:

৫.১.১ সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করতে হবে।

২. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য প্রথম দশজনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত এরূপ দশজনের নাম প্রকাশ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ সাপেক্ষে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত এমন সদস্যরা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন - এ রকম বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫.১.২ সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৩. নবম সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল ২০১০' চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.১.৩ সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

৫. অধিবেশনের কার্যদিবস বছরে কমপক্ষে ১৩০ দিন নির্ধারণ করতে হবে।

৬. প্রতি কার্যদিবসের কার্যসময় কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধিবেশন বিকালের পরিবর্তে সকালে শুরু করা যেতে পারে।

৫.১.৪ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

৭. সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে।

৮. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে ।

৫.১.৫ সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

৯. জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বা জনমত যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৫.১.৬ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

১০. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

১১. কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া গেলে, সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে উক্ত সদস্য মন্ত্রী হলে তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন এরকম বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

৫.২ দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য

৫.২.১ সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যের ছুটির আবেদন স্পিকার এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা যেতে পারে।

৫.২.২ সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৩. সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা পরিহার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪. সংবিধান সংশোধন, সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন ব্যতীত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের সুযোগ তৈরীর জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

৫. বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.২.৩ সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

৬. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

৫.২.৪ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

৭. সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে, এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

তথ্য সহায়িকা:

- ফজল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- ইসলাম, আ, *বাংলাদেশ সচিত্র সংসদ*, ২০০১।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- আকরাম, এম, দাস, এস ও মাহমুদ, ত, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৯।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৪।